তারিখ ... 19 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

যশোরের সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন

১২৫ বছর পূর্তিতে দু'দিনব্যাপী উৎসব

যশোর অফিস

যশোরের ঐতিহ্যবাহী সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন পূর্ণ করেছে ১২৫ বছর। দীর্ঘ এই পথচলায় বিদ্যাপীঠটি অসংখ্য গুণিজনের জন্ম দিয়েছে। এখানকার প্রাক্তন ছাত্রদের অনেকে গবেষক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, সাংবাদিক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, গীতিকার, রাজনীতিক, মুক্তিযোদ্ধাসহ সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখেন। নক্ষত্র সেইসব ছাত্রদের মিলনমেলা বসতে যাচ্ছে স্কুল প্রাঙ্গণে। দু'দিনব্যাপী এ আয়োজন মেলার পর্দা উঠছে আজ। ১৮৮৯ সালে যশোর শহরের লোন অফিস পাড়ায় রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার প্রতিষ্ঠা করেন সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন। প্রায় একশ ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করা সেদিনের সেই 'শিশু' বিদ্যালয়টি ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে আপন মহিমায়। যার শিক্ষাদীক্ষায় আলোকিত হয়ে কেউ ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। হয়েছেন ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র। আবার কেউ গবেষণা, উপন্যাস, সাহিত্যে ভূমিকা রেখে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে উন্নতস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। অনেকে শিক্ষকতা করে জাতি ও সমাজ নির্মাণে রেখেছেন অনন্য ভূমিকা। এরকম প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক নিমাই ভট্টাচার্য, ডা. সূর্য কুমার মজুমদার, ড. সৈয়দ আকরাম হোসেনের মতো 'জন্মদাতা' বিদ্যালয়টি আজ একটি ইতিহাস। সেই ইতিহাস নবপ্রজন্মকে জানাতে এবং প্রিয় প্রতিষ্ঠানের আকাশে একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলতে একত্রিত হতে যাচ্ছে প্রাক্তন-বর্তমান ছাত্ররা।

দু'দিনের এই উৎসবকে ঘিরে নতুন রূপ পেয়েছে যশোর সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন। প্রতিষ্ঠানটি আল্পনা দিয়ে ভরে তোলা হয়েছে। সাজানো হয়েছে বর্ণিল সাজে। শহরের চৌরাস্তা থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে আলোকসজ্জা ও রঙিন কাপড়ের বর্ণচ্ছটায় মুড়ে দেয়া হয়েছে।

উদযাপন পর্ষদের আহ্বায়ক মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিব বাহিনীর বৃহত্তর যশোরের উপ-প্রধান রবিউল আলম জানান, ১৯৮১ সালের ব্যাচ পুনর্মিলনী করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের ১২৫ বছর উদযাপনের বিষয়টি সামনে আসে। এ সময় থেকে প্রস্তুতি নেয়া হয়। উৎসবটি প্রাণবন্ত করতে ১৩টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। উদযাপন পর্ষদের সদস্য সচিব হিমাদ্রি সাহা মনি জানান, অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ১৪ শিক্ষককে সম্মাননা জানানো হবে। এছাড়া প্রাক্তন শিক্ষার্থী যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং সমাজে নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত অনেকে স্মৃতিচারণ করবেন। আনন্দযাত্রা, দেশবরেণ্য শিল্পীদের পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বর্ণিল আতশবাজি উৎসব হবে উৎসবে। প্রকাশ হবে তথ্যবহুল স্মরণিকা।